বাংলাদেশী আইডল - রাউন্ড ১

বাংলাদেশের ক্লোজআপ ১ এর আদলে সিডনীতে একটি অনুষ্ঠানের ঘোষনা দেয়া হয়েছিল এবছরের প্রথম দিকে। তখন এটার নাম ছিল বাংলা আইডল ইন অষ্ট্রেলিয়া। কিন্তু এর মধ্যে মূল উদ্যোক্তা মিজানুর রহমান তরুন এবং আতিক হেলাল এর মতবিরোধের কারনে এই প্রশংসনিয় উদ্যোগটি অনিশ্চত হয়ে পরে। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আতিক হেলালের নেতৃত্বে গত রবিবার (১লা জুলাই) এর প্রথম রাউন্ডের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল সিডনামের সেইন্ট পিটার্স লাইব্রেরী হলে। মূল পরিকল্পনা থেকে আলাদা বলেই অনুষ্ঠানের নতুন নাম দেয়া হয়েছে বাংলাদেশী আইডল১।

উপস্থাপনায় - ইমন ও অদিতী

সিডনী এবং ক্যানবেরা থেকে আগত মোট বিশ জন শিল্পী এতে অংশগ্রহন করেন। শিল্পীদের নাম, মুর্শিদা হক রিমা, হাবিবুন নবী আশিকুর রহমান, মেহদী হাসান, রঞ্জিত দাস, নাসরিন রহমান, রফিকুল ইসলাম, মাহাবুব আলম চৌধুরী, লুৎফা খালেদ, সুশান্ত শেখর গুন, মাসুদ হোসেন মিঠু, শাম্মি শাফি, রুমান চৌধুরী, রেফাত ফাতেমা, নাসিম উদ্দিন আহমেদ, কাদেরী কিবরিয়া, রুবাই হুদা,অন্তরা সিনহা,শরিফুল হাসান,ফাহমিদুর রহমান তৌফিক এবং রত্না কর।

বিচারক মন্ডলী - এ কে এম ফারুক, রিতা করিম, নাসিম হোসেন

বিচারক মন্ডলীতে ছিলেন, এ কে এম ফারুক, রিতা করিম ও নাসিম হোসেন। বিচারকরা প্রতিযোগীদের কন্ঠশৈলী, সুর, তাল, উচ্চারণ ও উপস্থাপনা এই পাঁচটি বিষয়ের ওপর নাম্বার দেন। প্রতি বিষয়ে বিশ করে - তিন জন বিচারকের মোট নাম্বার ৩০০। প্রথম রাউন্ডে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছেন অন্তরা সিনহা (২৬৭)। বিচারকদের দেয়া নাম্বারের ভিত্তিতে বিশ জন থেকে প্রথম তেরো জনকে পরবর্তি রাউন্ডের জন্য মনোনিত করা হয়েছে। যারা মনোনিত হয়েছেন তারা হলেন: মুর্শিদা হক রিমা, রঞ্জিত দাস, মাহাবুব আলম চৌধুরী, লুৎফা খালেদ, সুশান্ত শেখর গুন, মাসুদ হোসেন মিঠু, রেফাত ফাতেমা, কাদেরী কিবরিয়া, রুবাই হুদা, অন্তরা সিনহা, শরিফুল হাসান, ফাহমিদুর রহমান তৌফিক এবং রত্না কর।

পরবর্তি রাউন্ডের জন্য মনোনিত শিল্পীরা

একই হলে বাংলাদেশী আইডল ১ এর ২য় রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে ৮ই জুলাই, রবিবার বিকাল ৩ টায়।

অনুষ্ঠানে দর্শক উপস্থিতি ছিল স্বল্প। কিন্তু অনুষ্ঠানের নতুনত্ব , প্রতিযোগীতা মূলক পরিবেশ, অচেনা তরুন শিল্পীদের খালি গলায় বিভিন্ন স্বাদের গান দারুন ভাবে উপভোগ করেছেন সবাই। এ অনুষ্ঠান থেকে একটা জিনিস পরিস্কার বোঝা গেল শুধু নামী দামী শিল্পী থাকলেই অনুষ্ঠান ভালো হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ জন নাম না জানা শিল্পীও পারেন শ্রোতাদের ঘন্টার পর ঘন্টা মাতিয়ে রাখতে। এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

প্রবাসে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান করা যথেষ্ট ব্যায় বহুল ব্যাপার। প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে বেশ কয়েকটি রাউন্ডে। তারপর আছে বেশ ঘটা করে সমাপনী অনুষ্ঠান। এব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যঙ্ক অব কুইন্সল্যান্ডের ব্যংকস্টাউন ব্রাঞ্চ। গত ২৩শে এপ্রিল ২০০৭ থেকে ব্রাঞ্চটির মালিক এখন তিন জন তরুন বাংলাদেশী ব্যবসায়ী। হারুনুর রাশিদ চৌধুরী, ইখতেদার হাসান মুরাদ এবং ইফতেখার তারেক হাসান।

- আনিসুর রহমান